ধারাবাহিক উপন্যাস
একটি মাধবী -৫
জসিম মল্লিক

(পূর্ব প্রকাশের পর)

সাধারণত মেয়েদের আইকিউ বেশ কম থাকে। কিন্তু রানু মেয়েটির আইকিউ খুব ভাল। অনেক ব্যাপার সহজ ভাবে নেয়ার ক্ষমতা আছে। মেয়েরা যেমন যুক্তির ধার ধারে না। কিন্তু এই মেয়েটি সব কিছু যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষন করতে চায়। রানুর প্রতি প্রগাঢ় একটা মায়া পড়ে যায়। রানুর জন্য বজলু অনেক কিছু করতে পারে।
বজলু সেবার আমেরিকা চলে যাওয়ার পরও রানুর সাথে নিয়মিত কথা হতো। সাধারণত দেশের মানুষরা ফোন দেয়না। বিদেশে যারা থাকে ফোন করার দ্বায়িত্ব যেনো তাদেরই। কিন্তু রানু প্রায় প্রায় বজলুকে ফোন করতো। বজলুও করতো।
এবছর এসেই জানতে পারল যে রানুর মাথে একটি ছেলের বিয়ের কথা ঠিক হয়ে আছে। রানু যে ছেলেটিকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছে সে কেমন দেখতে! ছেলেটির বিষয়ে রানু বিশেষ কিছু বলে নি। বজলুও আগ বাড়িয়ে কোনো কিছু জানতে চায়না।

৯.
মার্টিন চলে যাওয়ার পর বজলু সেলুনে ফিরে এসে পত্রিকা পড়ায় ব্যস্ত হয়ে গেলো। রানুর উপর একটু ক্ষুব্দ। রানু ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সুযোগ বুঝে বজলুকে ওদের কেবিনে টেনে নিয়ে গেলো, তোমার সাথে আমার জরুরী কথা আছে।
বজলু একটু কী চমকালো! কী কথা বলবে রানু! মার্টিনের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে গল্প করছিল বলে মাইন্ড করেছে! তাতে বজলুর কি আসে যায়। ওতো অন্য একটা ছেলেকে ভালবাসে। বিয়েও করবে হয়তো। এটা কি সেই অজানা প্রেমিকটির প্রতি বজলুর ঈর্ষা!
খালাম্মা কোথায়!
আম্মু অন্যরুমে বসে গল্প করছে।
রানুকে এতটা কাছ থেকে কখনও দেখেনি বজলু। হঠাৎ কি যে হলো ওর। এমনিতেই রানু বজলুর অনেকখানি জুড়ে আছে। ওর স্পর্শ পাবার জন্য তীব্র আকাংখা তৈরী হয়ে আছে। বজলু চট করে উঠে কেবিনের দরজাটা লক করে দিল।
রানু চমকে বলল, কী করছ ভাইয়া!
কি বলবি বল।
দরজাটা খুলে দাও।
না।
প্লিজ ভাইয়া। আম্মু কি ভাববে।

রানু কিছু বুঝে উঠার আগেই ওকে জড়িয়ে ধরে ওর অসাধারণ দুটো ঠোঁটে চুমু খেলো বজলু ।
ঘটনাটা এতই দ্রুত ঘটলো যে রানু ওর ভাষা হারিয়ে ফেললো । রানু কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু আবারও ওকে চুমু খেলো । রানু ওকে বাধাও দিল না ।
কিছুক্ষন পর বজলু উঠে দরজাটা খুলে দিল ।
রানুর চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে । হাপাচ্ছে । বজলু ওর চোখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করলো । সেখানে রাগ বা ঘৃনা আছে কিনা দেখার চেষ্টা করলো ।
হেসে বলল, রাগ করেছিস! খুউব ইচ্ছে করল যে ।
রানু বলল না যে সে মোটেও রাগ করেনি । ও কেনো রাগ করতে যাবে । বজলুর সাথে কি রাগ করা যায়!
তাও বলল, কেনো এমন করো ভাইয়া!
মন খারাপ করেছিস!
এ রকম আর করো না প্লীজ ।
আচ্ছা আর করবো না । এবার বল কি বলতে চেয়েছিলি ।
কিছুনা এমনি ।
রানু নিশ্চয়ই কিছু বলতেই চেয়েছিল । মেয়েদের এই রহস্যময়তার কাছে বজলু বড়ই অসহায় ।
একটা কথা বলব রানু!
বল ।
তুই খুব সুন্দর ।
রানু হেসে বলল জানি তো ।
রানুর একটু হাসিতেই পরিবেশটা দ্রুত হালকা হয়ে গেলো ।
তোকে আমি খুব লাইক করি ।
জানি ।
সে রাতে ওরা অনেক গল্প করেছিল । একটা চুমু ওদের অনেকদুর এগিয়ে দিয়েছিল । কিন্তু রানু যে কি বলতে চয়েছিল সেটা আর জানা হলো না ।
বজলু যে এবার একটা দিন থাকল বরিশাল রানু বিশেষ গুরুত্ব দিল না । বাসায়ও যেতে বলল না । তবে রানু এরকম মেয়েই না । রানু ঠিক ওকে আবার ডাকবে । রানু অন্য সবার থেকে আলাদা । বজলু এটা বাজী ধরে বলতে পারে ।
মানুষ কত বদলে গেছে ।
সেই যন্ত্রনা থেকে স্বর্ণা কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছিল । কিন্তু সেটাওতা আর এক অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা! (চলবে)

জসিম মল্লিক: সাহিত্যিক, সাংবাদিক

Toronto
jasim.mallik@gmail.com